FEB 1 0 2[illegible]
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১০৫ শিক্ষক-কর্মচারীর নাম এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

শিবগঞ্জ উপজেলাসহ জেলার ৫টি উপজেলায় প্রায় ৬/৭ বছর আগে ১০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হলেও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় দেড় সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর নাম এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি কোন বেতন-ভাতা না পেয়ে হতাশায় ভুগছেন এবং পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। জানা গেছে, নবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল ও ভোলাহাট উপজেলায় মোট ৪৪টি কলেজ রয়েছে। কলেজগুলোর মধ্যে ৩টি সরকারি এবং ৪১টি বেসরকারি কলেজ। সরকারি কলেজগুলোর মধ্যে নবাবগঞ্জ সদরের মহারাজপুর এসমা খাতুন মহাবিদ্যালয়, শিবগঞ্জের রানীহাটি মহাবিদ্যালয় ও শ্যামপুর হাজী মমতাজ মিয়া কলেজ, গোমস্তাপুরের বাঙ্গাবাড়ী ইউনুস স্মরণী স্কুল এন্ড কলেজ ও ভোলাহাট উপজেলার জামবাড়িয়া মহাবিদ্যালয় আজও এমপিওভুক্ত হয়নি। এছাড়া জেলায় ২৩১টি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ১২৭টি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৪৫টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে নবাবগঞ্জ সদরের ৯টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৬টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবগঞ্জের ১২টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৯টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোমস্তাপুরের ১৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নাচোলের ৮টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ভোলাহাট উপজেলার ৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের নাম এমপিওভুক্ত হয়নি। এছাড়া নবাবগঞ্জ জেলার সিনিয়র মাদ্রাসা ১০টি, আলিম মাদ্রাসা ১৬টি এবং দাখিল মাদ্রাসা ৭৯টিসহ মোট ১০৫টি মাদ্রাসার মধ্যে নবাবগঞ্জ সদরে ৪টি দাখিল মাদ্রাসা, শিবগঞ্জে ১টি আলিম মাদ্রাসা ও ১৩টি দাখিল মাদ্রাসা, গোমস্তাপুরে ৩টি দাখিল মাদ্রাসা, নাচোলে ৩টি আলিম মাদ্রাসা, ৪টি দাখিল মাদ্রাসা এবং ভোলাহাট উপজেলার ১টি আলিম মাদ্রাসা ও ১টি দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীর নাম দীর্ঘ ৬/৭ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি।